

অর্থনীতিতে পরিসংখ্যান ও তার গুরুত্ব

শ্রীমতী সূতপা চক্রবর্তী

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর (M.Sc. in Economics)

গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

EDUKIRAN-এর সিনিয়র ফ্যাকাল্টি (অর্থনীতি, গণিত ও পরিসংখ্যান)

অর্থনীতিতে পরিসংখ্যান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটিকে বলা যায় অর্থনৈতিক তথ্যের সুস্থূল সংগ্রহ, উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি। পরিসংখ্যানের সাহায্যে অর্থনীতিবিদরা প্রবণতা অধ্যয়ন করতে পারেন, পরিস্থিতির তুলনা করতে পারেন এবং ব্যক্তি, ব্যবসায় ও সরকার— সবার জন্যই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদন, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর এই তথ্য ব্যবহার করে অর্থনীতিবিদরা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক যেমন GDP (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন), মাথাপিছু আয়, মুদ্রাস্ফীতি কিংবা টাকার মূল্যের পরিবর্তন নির্ণয় করেন।

সংক্ষেপে, অর্থনীতিতে পরিসংখ্যান একটি “টুলবক্স”—এর মতো কাজ করে, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে অর্থনীতি কীভাবে চলছে এবং ভবিষ্যতে কোন দিকে এগোচ্ছে।

অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব

১. অর্থনৈতিক পূর্বাভাস (Economic Forecasting)

পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যতের প্রবণতা যেমন—বৃদ্ধির হার, চাহিদা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের পূর্বাভাস দিতে পারেন। এর ফলে ব্যবসা ও সরকার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

২. সমস্যার পরিমাণগত প্রকাশ (Quantitative Expression of Problems)

দারিদ্র্য বা মুদ্রাস্ফীতির মতো অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা বিমূর্ত ধারণা। পরিসংখ্যান এই সমস্যাগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করে, ফলে সেগুলো স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হয়।

৩. নীতি প্রণয়ন (Policy Formulation)

সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর, ভর্তুকি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক কল্যাণমূলক নীতি তৈরি করতে পরিসংখ্যান ব্যবহার করে। তথ্য ছাড়া এসব নীতি কেবল আন্দাজের ওপর নির্ভরশীল হতো।

৪. জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ (Analysis of National Income)

একটি দেশের GDP, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নির্ণয়ে পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়। এগুলো দ্বারা জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি বোঝা যায়।

৫. অর্থনৈতিক আইন ও মডেলের অধ্যয়ন (Study of Economic Laws and Models)

অর্থনৈতিক তত্ত্ব যাচাই করতে এবং অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করতে পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়। যেমন—চাহিদার আইনকে যাচাই করা যায় মূল্য ও চাহিদার পরিসংখ্যানগত তথ্যের মাধ্যমে।

৬. ভোগ ও বিনিয়োগের অধ্যয়ন (Study of Consumption and Investment)

একটি অর্থনীতিতে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধরণ অধ্যয়নে পরিসংখ্যান সাহায্য করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

৭. সমস্যা বোঝা ও সমাধান করা (Understanding and Solving Problems)

বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মতো সমস্যা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অধ্যয়ন করা যায়। তথ্য থেকে সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে সমাধান প্রস্তাব করা সম্ভব।

৮. প্রমাণভিত্তিক তথ্য (Empirical Evidence)

অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান, তাই এর তত্ত্বগুলোকে বাস্তব তথ্য দ্বারা সমর্থন করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়কালের তথ্য এই প্রমাণ সরবরাহ করে।

উপসংহার

আধুনিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো পরিসংখ্যান। এটি কেবল জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও বোঝাতেই সাহায্য করে না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থনীতিতে পরিসংখ্যান শেখা অপরিহার্য, কারণ এটি বিষয়টিকে আরও বাস্তবমুখী, যৌক্তিক এবং জীবনের সাথে যুক্ত করে তোলে।